

আন্তর্জালে মিস্ হাশেম দর্শন !

জাফর উল্লাহ্

আন্তর্জালে মিস্ হাশেম নামে এক ট্রান্স্‌ভেস্টাইস্‌ এর আগমণ ঘটে এই বেশীদিন আগে নয়। এই মহিলানাম্নী এক প্রৌঢ় পুরুষ আন্তর্জালের রঙ্গমহলে প্রবেশমাত্রই অনেকে তার কোপানলে পড়েন। পাঠকরা আমার সাথে এই ব্যাপারে একমত হবেন যে বাংলাদেশ ও ভারতের মহিলাদের মুখ থেকে খিস্তি-খেউড় প্রকাশ্যে খুব একটি বের হয় না যদি না সে বাজারে মেয়ে হয়। সেতারা কিন্তু এর ব্যতিক্রম। আন্তর্জালে ‘ন্যাটিক্যাট’ বা সম্ভ্রম বলে যে একটা কথা আছে তা তিনি মানতে রাজী নন। দু’তিন বছর আগে এন আফ বি তে আমার এক লেখার প্রত্যুত্তরে তিনি মানবের নুন্নাঙ্গ নিয়ে কি একটা ‘মেটাফর’ তৈরী করতে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমি তক্ষুনি বুঝতে সামর্থ্য হয়েছিলাম যে ইনি কোন মহিলা নন কেননা মহিলারা নিন্নাঙ্গ নিয়ে প্রকাশ্যে বাৎচিৎ করেন না। তাছাড়া পুরুষ ও মহিলাদের শব্দ সঞ্চয়ন ও ভাষা ব্যবহার যাকে সাহিত্যে ‘ডিক্‌শন’ বলে তার মাপকাটিতে ‘সেতারা’ এখন তরতাজা পুরুষ বলে আমার কাছে সতত প্রতীয়মান হয়েছিলেন।

নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ গবেষক ও অধ্যাপক রূপে যোগ দেবার পর (এ’দিকে দেখতে দেখতে কর্নেল ক্যাম্পাসে ছ’মাস তো কেটেই গেলো) আমি নিউইয়র্ক শহরেও টুঁ মেরেছি এবং সেখানে অনেকের সাথে আলাপ পরিচয়ও হয়েছে এন্তার। এঁরা সবাই শিক্ষিত এবং আন্তর্জালে কারণে-অকারণে নিয়মিত টুঁ মারেন নানান ফোরামে। এঁরাও আমার সাথে একমত যে সেতারা হাশেম নামে কোন লেখিকাকে তারা আজ পর্যন্ত এই মহানগরীতে দেখেন নি বা কারো কাছে এর নাম শুনে ন। তবে এঁদের কেউ কেউ বাম-পন্থী ঘেষা সংসদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে থাকেন কখনো কখনো। এঁদেরই মাঝে একজন বলেছেন যে আন্তর্জালে “সেতারা হাশেম” নামে যিনি লিখেন তিনি বস্ত্তই এক জন পুরুষ, আর কেবল পুরুষই নন বয়সের দিক থেকে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যার আসল নাম হচ্ছে (এ এইচ) মহিউদ্দিন। ইনি কিন্তু ইনকিলাব পত্রিকার মালিক প্রয়াত মওলানা মান্নানের গুনধর জামাতা গোলাম এরশাদ যিনি মহিউদ্দিন আনোয়ার নাম দিয়ে বেনামে জামাতের প্রশংসায় মত্ত থাকেন সেই ব্যক্তি নন !

আমি আশা করেছিলাম প্রবীণ সেতারা নিজেই এটা একদিন স্বীকার করে কোনো এক ফোরামে লিখবেন। আর সে আশাটা যখন গুড়ে বালি তখন এই অধ্যায়ের যবনিকা পতন হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক বলে আমি মনে করি।

মিঃ মহিউদ্দিন সব সময়ই গড়াড় করে তার নিজস্ব গ্রন্থাগারে রাখা সমাজতন্ত্রের উপর লেখা চটি বই গুলো থেকে বড় বড় বুলি আওড়ান আর ভুল বানান সংবলিত “নিবন্ধ” লিখতে প্রয়াসী হোন। এরই মধ্যে কয়েকবার ইংরাজী শব্দ ফ্যানোমেনা তার “দক্ষ” হাতে পড়ে হয়ে গেলো “ফেনমেনা”। এই ইংরেজী শব্দের একবচন যে ফ্যানোমেনন তা তিনি জানেন বলে মনে হয় না কেননা কয়েকবার একবচনের জায়গায় লিখেছেন ফেনমেনা। যাহা হৌক, সে সব ব্যাপারে পরে না হয় দৃকপাত করা যাবে। সময় তো আর চলে যাচ্ছে না !

আন্তর্জালে যারা বেনামে লিখেন তাদের একটা সুবিধা আছে - যাকে তাকে যে কোনো সময়ে আচ্ছা ধোলাই দেয়া যায়। আমরা যারা স্বনামে লিখি তারা এটা কখনো করতে পারবো না। মিঃ মহিউদ্দিন এরই মাঝে মুক্ত-মনার একজন মডারেটর, মেছল কামদার, ও ভিন্নমতের মডারেটর, বিপ্লব পাল কে ভারতীয় সারমেয় বলে রাস্তা বা বাজারে ভাষায় গাল পেড়েছেন। বেশ বহুত কয়েক আগে আমাকেও অনেকবার চেলাবী নাম দিয়ে গালাগাল করেছেন। এসব তিনি করতে পারেন এই কারণেই যে নকল বা ভূয়া নাম নিয়েই এ’সব খিস্তি খেউড় উদ্গিরণ করা যায়। মিঃ মহিউদ্দীনের এক বন্ধু যিনি পার্শ্ববর্তী অঙ্গ রাজ্য ডেলোওয়ারে থাকেন তিনিও ভূয়া নাম (একটি নয় - দু দুটো নাম নিয়ে) সর্বদাই কয়েকটি ফোরামে নরকগুলজার করে থাকেন। আর এই ভদ্রলোক সেদিন আমার অনুদিত কবিবর জীবনানন্দের “আকাশলীনা” কবিতার অনুবাদ নিয়ে যাচ্ছেতাই লিখলেন। এর পাল্টা জবাবে আমি যখন লিখলাম তিনি নকল নামে লিখছেন কিনা? তিনি তখন বেমালুম ভুলে গেলেন সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে। এই ভদ্রলোকের নাম ধাম সবটাই আমার জানা। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাড়ায়!

আমার জানামতে আন্তর্জালের অনেক বাঙালী পাঠক “সেতারা হাশেম” এর লিখা পড়ে বিমুগ্ধ হয়ে তাদের কল্পলোকে এই রমণীয় রমণীকে নিয়ে অনেক সুখ-চিন্তাও করেছেন। একজন তো থাকতে না পেরে এক ফোরামে তার কাছে প্রেম নিবেদন করে বেশ বকা খেয়েছেন। এ’সব

